আমাদের সময়

তারিখ 24 JAN 2016

এবার বইমেলায় থাকছে কঠোর নিরাপত্তা

সানাউল হক সানী ●

সপ্তাহ পেরোলেই শুরু হবে বাঙালির ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যিক উৎসব প্রাণের মেলা অমর একুশে গ্রন্থমেলা। এ উপলক্ষে ইতোমধ্যে প্রকাশকদের জন্য স্টল বরাদ্দসহ সার্বিক কার্যক্রম শেষ হয়েছে। এখন চলছে মেলা মাঠের প্রস্তুতির কাজ। বাংলা ও বাঙালির জীবনের সঙ্গে মিশে যাওয়া এ বইমেলা মানেই প্রাণের উচ্ছ্বাস, প্রাণের উৎসব। তবে সবকিছু ছাপিয়ে এবার সাধারণ মানুষ ও প্রকাশকদের মধ্যে কিছুটা হলেও উদ্বেগ আর আতঙ্ক বিরাজ করছে। একের পর এক লেখক ও প্রকাশক খুনের ঘটনায় নিরাপত্তা শঙ্কায় রয়েছেন প্রকাশকরা।

বরাবরের মতো এবারও ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ও বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে বইমেলা অনুষ্ঠিত হবে। প্রকাশকরা শেষ মুহূর্তের ব্যস্ততায় সময় কাটাচ্ছেন। সবকিছু ছাপিয়ে আলোচনায় রয়েছে নিরাপত্তাব্যবস্থার কথাও। গত বছর অনুষ্ঠিত একুশে বইমেলা থেকে বের হয়ে জঙ্গি হামলায় মারা যান বিজ্ঞানমনস্ক লেখক অভিজিৎ রায়। এতে গুরুতর আহত হন তার স্ত্রী রাফিদা রহমান বন্যা। এরপর নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে গত বছরের ৩১ অক্টোবর খুন হন জাগৃতি প্রকাশনীর ফয়সল আরেফিন দীপন। একই দিনে রাজধানীর লালমাটিয়ায় নিজ কার্যালয়ে ঢুকে কুপিয়ে ও গুলি করে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান শুদ্ধস্বরের মালিক আহমেদুর রশীদ টুটুল, কবি তারেক রহিম ও ব্লগার রনদীপম বসুকে হত্যার চেষ্টা করা হয়। অন্যদিকে সময় প্রকাশনের স্বত্বাধিকারী এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ১

এবার বইমেলায় থাকছে কঠোর নিরাপত্তা

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) ফরিদ আহমেদকেও হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছে। এতে বইপ্রেমী ও বিজ্ঞানমনস্ক পাঠক ও লেখকদের মধ্যে ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। তবে প্রতি বছরের মতো এবারও নিরাপত্তা নিয়ে সংশ্লিষ্টরা নানা পরিকল্পনা করেছেন। কিন্তু শুধু পরিকল্পনায় সন্তুষ্ট হতে পারছেন না প্রকাশকরা। প্রকাশকরা বলছেন, পরিকল্পনার পূর্ণ বাস্তবায়ন দেখতে চান তারা। সার্বিক নিরাপদ পরিবেশ ও মেলার আয়োজনে বাড়তি নিরাপত্তার ব্যবস্থায় গুরুত্ব না দিলে লেখক-পাঠকদের উপস্থিতি কম হবে বলেও মনে করছেন তারা। ফলে সার্বিকভাবে সৃজনশীল কর্মকাণ্ড বাধাগ্রস্ত হবে। নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদারে ইতোমধ্যেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে বাংলাদেশ জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশক সমিতি। এদিকে একুশে বইমেলা প্রাঙ্গণে ইতোমধ্যে দেশের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে নিরাপত্তা জোরদারের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছিলেন সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর। তিনি বলেন, অতীতের সব অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করার পরিকল্পনা করছি আমরা।

১ থেকে ২৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রতিদিন বিকাল ৩টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত বইপ্রেমীদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে মেলা। এ ছাড়া ছুটির দিনগুলোয় মেলা চলবে বেলা ১১টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত। এবার মেলার পরিসরও বাড়ানো হয়েছে। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের উন্মুক্ত মঞ্চকেও এবার মেলা প্রাঙ্গণের মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে। একই সঙ্গে মেলার পরিসর উদ্যানের ভেতরে বাংলা একাডেমি-সংলগ্ন রাস্তার কাছাকাছি নিয়ে আসা হয়েছে কিছুটা। পুরনো কাঠামো বদলে নতুন আঙ্গিকে সাজানো হবে মেলা। প্যাভিলিয়ন গুচ্ছ গুচ্ছ স্টলে বিন্যাস করা হবে। একেকটি প্যাভিলিয়নকে কেন্দ্র করে সাজানো হবে স্টলগুলো। এ ছাড়া থাকবে মসজিদ, মানুষের বসার ব্যবস্থা। প্রতিদিন থাকবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শিশু কর্নারও চলে আসবে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান অংশে। আগামী ২৬ জানুয়ারির মধ্য স্টল নির্মাণ ও সার্বিক সাজসজ্জার কাজ শেষ করার তাগিদ দিচ্ছে বাংলা একাডেমি কর্তৃপক্ষ।

পুরো মেলা ও এর আশপাশের এলাকা ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার আওতায় থাকবে। পাশাপাশি লাইটিংও থাকবে বেশি এলাকাজুড়ে। এ ছাড়া আর্চওয়েতে নিরাপত্তার স্বার্থে তল্লাশি বাধা পেরিয়েই মেলায় প্রবেশ করতে হবে বইপ্রেমীদের। এ ছাড়া বই আনা-নেওয়া সহজ করার জন্য আলাদা ফটকের ব্যবস্থা থাকবে। মেলার প্রবেশপথ টিএসসি থেকে দোয়েল চত্বর সড়কে ও ফুটপাতে ভ্রাম্যমাণ দোকান বন্ধে কঠোর হবে বাংলা একাডেমি– এমনটিই দাবি করেছে কর্তৃপক্ষ। এসব রাস্তায় কোনো যানবাহনও চলাচল করতে পারবে না।

বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান সার্বিক বিষয়ে বলেন, বইমেলার সার্বিক কাজ শেষ পর্যায়ে। এখন স্টল সাজানোর কাজ চলছে। সব কার্যক্রম যে কোনো বছরের তুলনায় নিপুণ। যথাসময়ে এসব কাজ শেষ হবে। পুরো মেলাকে দৃষ্টিনন্দন ও পাঠকদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে ঢেলে সাজানো হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বেশ কয়েকটি ক্যাম্প থাকবে মেলা প্রাঙ্গণে।